যায়যায়দিন

তারিখ ... AUG. 0 1 2006 ...
১ কলাম ৩ ......

শিক্ষকরা যা পেয়েছেন যা পানা

মুহাম্মদ যাকারিয়া

প্রতিশ্রুত ১০ ভাগ না বাড়লেও গত চার বছরে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কা
শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে শতকরা ৪৪ ভাগ। এর পাশাপাশি যোগ হয়েছে
ভাড়া ও উৎসবভাতা। বর্ধিত বেতন ও সুযোগ-সুবিধার কারণে বছরে সরকা
খরচ হচ্ছে অতিরিক্ত প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা।

জিয়াউর রহমানের সময়ে ১৯৮১ সালে প্রথমবারের মতো সরকার বেসর
শিক্ষকদের চাকরিবিধির আওতায় সরকারি বেতন স্কেলের সমপর্যায়ে মূল বেত
৫০ ভাগ দেয়া শুরু করে। এরশাদ সরকারের নয় বছরে শিক্ষকদের বেতনের সর
অংশ দুই ধাপে উন্নীত করা হয় ৭০ শতাংশে। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আ
পর ১৯৯৪ সালে শিক্ষকরা ১০০ ভাগ বেতন দাবি করলেও তা ১০ শতাংশ বা
৮০ ভাগ করা হয়। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আরো
১০ ভাগ বাড়িয়ে তা ৯০ শতাংশে উন্নীত করে।

পৃ ১৫ // ক

শিক্ষকরা যা পেয়েছেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ত নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-
র্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ ১০ ভাগ
াড়িয়ে শতভাগে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি
দয়া হয়। বর্তমান সরকারের মেয়াদের আর
াত্র আড়াই মাস বাকি থাকলেও এখন পর্যন্ত
১০ ভাগ বেতন প্রদানের দাবি মেনে না
নয়ায় গত ৫ জুলাই থেকে দেশের ২৬
াজার বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায়
াগাতার ধর্মঘট করছেন প্রায় পাঁচ লাখ
িক্ষক-কর্মচারী।

বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, এবারই প্রথম
০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের
িনা আন্দোলনে জাতীয় বেতন স্কেলে
ন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর আগে ১৯৮৭,
৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে নতুন বেতন-স্কেল
ঘাষণা করা হলেও তাতে প্রথমে বেসরকারি
িক্ষক-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
রে শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে ছয় মাস
িংবা এক বছর পর সরকার তাদের বেতন
স্কল প্রদান করে। যদিও শিক্ষকরা
্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির
ন্য সরকারের শেষ সময়ে এসে লাগাতার
র্মঘট করছে। কিন্তু নতুন পে-স্কেলে
ন্তর্ভুক্ত করায় তাদের বেতন ৪০ থেকে ৪৬
তাংশ বেড়েছে।

চিব কমিটির রিপোর্টে বেসরকারি শিক্ষক-
র্মচারীদের জাতীয় স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করার
পারিশ করা হয়নি বলে সূত্র জানায়।
াছাড়া বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য
রকার নির্বাচনী অঙ্গীকারের বাইরে
বতনের ১০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা,
িক্ষকদের জন্য মূল বেতনের ২৫ ভাগ ও
র্মচারীদের জন্য ৫০ ভাগ উৎসবভাতা ও
কশ টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়েছে। দেয়া
য়েছে অবসর ও কল্যাণ-ভাতা। সূত্র
ানায়, সরকার ভেবেছিল জাতীয় বেতন
স্কলে অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষকরা বাকি ১০
াগ বেতন চাইবেন না। আর বেতন স্কেল
া দিলে শিক্ষকরা ওই সময় থেকেই
আন্দোলনে নামতেন। এজন্য আন্দোলন
ছাড়াই বেতন স্কেল দিয়ে শিক্ষকদের সন্তুষ্ট
রাখতে চেয়েছিল সরকার। তারপরও শেষ

আন্দোলনের কারণে সরকার বি
অবস্থায় পড়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এ
বলেছেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী
শিক্ষকহিতৈষী ও শিক্ষাবান্ধব। তাই
শুরু থেকেই শিক্ষকদের নিরাপত্তা ও
সুবিধার বিষয়টি ইতিবাচক
দেখেছে। গত সাড়ে চার বছরে শি
কোনো আন্দোলন ছাড়াই জাতীয়
স্কেলে অন্তর্ভুক্তি ও উৎসব-ভাতাসহ
সুবিধা দেয়া হয়েছে। তিনি
শিক্ষকদের নিয়ে কোনো রাজনীতি
চাইনি। তাই শিক্ষকদের বেতে
শতাংশ না বাড়িয়ে তাদের জাতীয়
স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এতে
সরকারের কাছ থেকে আগের চে
শতাংশ বেশি বেতন পাচ্ছেন। স
কাছে শিক্ষকদের দাবি না থাকলেও
একটি বৃহত্তর অংশ হিসেবে শি
নতুন বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হ
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শি
বেতন বাবদ সরকারের খরচ হতো
হাজার ৫৭১ কোটি টাকা। বর্তমান
তা বাড়িয়ে করেছে ২ হাজার ৮১
টাকা। আগের স্কেলে ২০০১ সা
কলেজের একজন অধ্যক্ষ পেতেন
৬৩০ টাকা। ২০০৫ সালের নতুন স্কে
বেতন হয়েছে ১৩ হাজার ৫০০ টা
বেতন বেড়েছে ৪০% অর্থাৎ ৩৮০
১০% বাড়ানো হলে তার বেতন
১০৭০ টাকা। আগের স্কেলে ২০০
ফাজিল মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ পে
হাজার ৮৫০ টাকা। ২০০৫ সালে
স্কেলে তার বেতন হয়েছে ১২ হাজ
টাকা। মূল বেতন বেড়েছে ৪০%
৩৫২৫ টাকা। ১০% বাড়ানো হ
বেতন বাড়তো ৯৫০ টাকা। আগে
২০০১ সালে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পে
হাজার ৫৩৫ টাকা। ২০০৫ সালে
স্কেলে তার বেতন হয়েছে ৮ হাজ
টাকা। মূল বেতন বেড়েছে ৪৬%
হাজার ৫৬৫ টাকা। ১০% বাড়ানো হ
বেতন বাড়তো ৬১৫ টাকা। এভাবে